

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
বন শাখা-০২
www.moef.gov.bd

নং-২২.০০.০০০০.০৬৭.১৪.০১২.১২-১৭২


তারিখ: ২৩ শ্রাবণ ১৪২৬ বঃ
০৭ আগস্ট ২০১৯ খ্রিঃ

বিষয় : “বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে বঙ্গবন্ধু জাতীয় পুরস্কার প্রদান বিধিমালা, ২০১৯” সংক্রান্ত।

সূত্র : বন অধিদপ্তর হতে প্রাপ্ত পত্র নং-১৬৫১; তারিখ: ২৩/০৪/২০১৯ খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত পত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও উন্নয়নের স্বার্থে বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২ প্রণয়ন করা হয়। উক্ত আইনের অধীনে “বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে বঙ্গবন্ধু জাতীয় পুরস্কার প্রদান বিধিমালা, ২০১৯” এর খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে (ছায়ালিপি সংযুক্ত)।

০২। এমতাবস্থায়, “বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে বঙ্গবন্ধু জাতীয় পুরস্কার প্রদান বিধিমালা, ২০১৯” খসড়া এর উপর আগামী ২৯/০৮/২০১৯ তারিখের মধ্যে মতামত প্রদানের করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।



(এ এস এম ফেরদৌস)

উপসচিব

ফোন : ৯৫৫৪০৩৭

E-mail: forest2moef@gmail.com

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়) :

১. সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩. সচিব, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪. সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫. সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৬. প্রধান বন সংরক্ষক, বন অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা। (সর্বসাধারণের মতামতের জন্য website এ প্রকাশের অনুরোধসহ।)

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলো :

১. সচিবের একান্ত সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়।
২. সিস্টেম এনালিস্ট, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়। (সর্বসাধারণের মতামতের জন্য website এ প্রকাশের অনুরোধসহ।)
৩. অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়।
৪. যুগ্মসচিব (বন) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়।
৫. অফিস কপি।

গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রধান বন সংরক্ষকের দপ্তর
বন অধিদপ্তর
বন ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা।

পত্র নং- ২২.০১.০০০০.১০১.২৩.০০০.১৯.১৬৫১

তারিখ : ২৬/০৪/২০১৯

✓ প্রাপক : সচিব

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

(দৃষ্টি আকর্ষণঃ উপ-সচিব, বন শাখা-২)

বিষয়ঃ “বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে বঙ্গবন্ধু জাতীয় পুরস্কার প্রদান বিধিমালা, ২০১৯” সংক্রান্ত।

সূত্রঃ গত ১৫/০১/২০১৯ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার সিদ্ধান্ত।

সম্মান সহকারে উপর্যুক্ত বিষয়ে গত ১৫/০১/২০১৯ তারিখে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক “বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে বঙ্গবন্ধু জাতীয় পুরস্কার প্রদান বিধিমালা, ২০১৯” পুনঃগঠন করে মন্ত্রণালয়ের সদর অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

(মোহাম্মদ সফিউল আলম চৌধুরী)

প্রধান বন সংরক্ষক

ফোনঃ ৮১৮১৭৩৭।

পত্র নং- ২২.০১.০০০০.১০১.২৩.০০০.১৯.

তারিখ :

অনুলিপি অবগতির জন্য সহকারী প্রধান বন সংরক্ষক, ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ইউনিট, বন ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা এর নিকট প্রেরণ করা হলো।

(মোহাম্মদ সফিউল আলম চৌধুরী)

প্রধান বন সংরক্ষক

ফোনঃ ৮১৮১৭৩৭।

পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
বন শাখা-২
স্মারক নং- ৩২০
তারিখঃ ৩/৫

২৬/০৪/১৯
D.S.

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ:, ১৪২৫ বঙ্গাব্দ/....., ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ।

এস. আর. ও. নং- -আইন/২০১৮।- বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৩০নং আইন) এর ধারা ৫২ তে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা:-

প্রথম অধ্যায়

প্রারম্ভিক

প্রকৃতি ও বন্যপ্রাণী আমাদের জীবন এবং প্রতিবেশের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। কিন্তু বর্ধিত জনগোষ্ঠীর চাপ, বনভূমি সংকোচন, জলবায়ু পরিবর্তন, বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল ধ্বংস, সৌখিন/অবৈধ শিকারী কর্তৃক গ্রামগঞ্জে যথেষ্টভাবে দলবেধে বন্যপ্রাণী মেরে ফেলার প্রবণতা বৃদ্ধি, ইত্যাদি নানাবিধ কারণে ইতোমধ্যে অনেক প্রজাতির বন্যপ্রাণী আমাদের দেশ হইতে এখন বিলুপ্ত। এ সমস্ত অবিবেচনাপ্রসূত কাজের ফলে শুধুমাত্র যে বন্যপ্রাণী বিলুপ্ত হইতেছে তাহা নয়, প্রাকৃতিক ভারসাম্য বিঘ্নিত এবং প্রতিবেশগত বিপর্যয়ও ঘটিতেছে। বন্যপ্রাণীর প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন ও সংরক্ষণে অধিকতর গুরুত্ব প্রদানের লক্ষ্যে জাতীয় জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ) আইন জারি করিয়াছিলেন। ইহার সূত্র ধরেই বাংলাদেশ এখন বন্যপ্রাণী এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ বিষয়ক আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সনদ, চুক্তি ও প্রটোকলে স্বাক্ষরকৃত দেশ। সারাদেশে এ ধারাবাহিকতা বজায় রাখিবার লক্ষ্যে বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে নিবেদিত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে জাতীয়ভাবে উৎসাহিত করিবার উদ্দেশ্যে “বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে বঙ্গবন্ধু জাতীয় পুরস্কার প্রদান বিধিমালা, ২০১৮” প্রবর্তন করা হইল।

১। শিরোনাম।- এই বিধিমালা “বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে বঙ্গবন্ধু জাতীয় পুরস্কার প্রদান বিধিমালা, ২০১৮” নামে অভিহিত হইবে।

২। সংজ্ঞা।- বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থি কোন কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায় :-

- (১) “আইন” অর্থ বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২ (২০১২ সালের ৩০ নং আইন);
- (২) “সরকার” অর্থ পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়;
- (৩) “মন্ত্রণালয়” অর্থ পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়;
- (৪) “কমিটি” অর্থ অত্র বিধিমালার বিধি ৫ ও ৬ অনুসারে গঠিত সার্চ ও বাছাই কমিটি;
- (৫) “বন্যপ্রাণী উপদেষ্টা বোর্ড” অর্থ আইনের ৩ ধারা মোতাবেক গঠিত বন্যপ্রাণী উপদেষ্টা বোর্ড;
- (৬) “পুরস্কার” অর্থ অত্র বিধিমালার বিধি ৯ অনুসারে বর্ণিত পুরস্কার বা পদক;
- (৭) “ফরম” অর্থ অত্র বিধিমালার সহিত সংযুক্ত ফরম।

৩। বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে বঙ্গবন্ধু জাতীয় পুরস্কার বা পদক প্রদানের বিবেচ্য বিষয় সমূহ।-

এই বিধিমালার অধীন তিনটি পুরস্কার বা পদক নিম্নরূপ ক্যাটাগরী অনুযায়ী প্রদান করা হইবে:

ক্যাটাগরী	ক্যাটাগরীর নাম	মনোনয়নের যোগ্যতাসমূহ
ক্যাটাগরী ‘ক’	বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে নিবেদিত ব্যক্তি	<ul style="list-style-type: none">বন্যপ্রাণী এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে বিশেষ উদ্যোগ ও কার্যক্রমে নিবেদিত ব্যক্তি;বন্যপ্রাণী ও এর আবাসস্থল সংরক্ষণে সরকারি, আধা-

		<p>সরকারি, বেসরকারি, স্বায়ত্বশাসিত, আধা-স্বায়ত্বশাসিত, সামরিক, ইত্যাদি ক্ষেত্রের কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব;</p> <ul style="list-style-type: none"> ব্যক্তির গণসচেতনতা সৃষ্টিতে বিভিন্ন পুস্তক/ পুস্তিকা বা লিফলেট প্রকাশ, বিভিন্ন জার্নালে গবেষণা নিবন্ধ প্রকাশ, পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদন, বেতার ও টেলিভিশনে প্রচার ও ইন্টারনেট/ওয়েব বেইজড প্রচারণা এবং বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্যচিত্র ও চলচ্চিত্র তৈরি, সর্বোপরি জনসাধারণের মাঝে প্রচারে বিশেষ অবদান; বন্যপ্রাণী অপরাধ দমনে বিশেষ উদ্যোগ; ইতোপূর্বে এই বিষয়ে প্রাপ্ত অন্যান্য পুরস্কার/ সম্মাননা ইত্যাদি। শুধু বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে অবদানসমূহ বিবেচিত হইবে।
ক্যাটাগরী 'খ'	বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য বিষয়ক শিক্ষা ও গবেষণায় নিবেদিত ব্যক্তি	<ul style="list-style-type: none"> বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য বিষয়ক শিক্ষা ও গবেষণায় অবদান, বিরল ও বিলুপ্তপ্রায় বন্যপ্রাণীর প্রজাতি সংরক্ষণে উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন; গবেষণার মাধ্যমে বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে বিশেষ কৌশল ও দিক নির্দেশনার উদ্ভাবন এবং মাঠ পর্যায়ে এই ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য; ব্যক্তির অধীনে সম্পন্নকৃত গবেষণা নিবন্ধের সংখ্যা (এম ফিল/ পিএইচডি); প্রকাশনাসমূহ (গবেষণা নিবন্ধ/ বৈজ্ঞানিক রিপোর্ট) এবং ইতোপূর্বে এই বিষয়ে প্রাপ্ত অন্যান্য পুরস্কার/ সম্মাননা, ইত্যাদি। শুধু বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য বিষয়ক শিক্ষা ও গবেষণায় অবদানসমূহ বিবেচিত হইবে।
ক্যাটাগরী 'গ'	বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে নিবেদিত প্রতিষ্ঠান	<ul style="list-style-type: none"> প্রতিষ্ঠানকর্তৃক বন্যপ্রাণী এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে বিশেষ উদ্যোগ ও কার্যক্রম গ্রহণ; বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য বিষয়ক শিক্ষা ও গবেষণায় বিশেষ অবদান; বন্যপ্রাণী অপরাধ সমূহ যেমন বিভিন্ন বন্যপ্রাণী হত্যা ও বন্যপ্রাণীর দেহের বিভিন্ন অংশের পাচার, বন্যপ্রাণী আটক ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রতিরোধ ও বন অধিদপ্তর এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে তথ্য প্রদানে বিশেষ অবদান; মানুষ ও বন্যপ্রাণী দ্বন্দ্ব নিরসনে ভূমিকা; গণসচেতনতা সৃষ্টিতে বিভিন্ন পুস্তিকা বা লিফলেট প্রকাশ, পত্র-পত্রিকায় প্রকাশনা, বেতার ও টেলিভিশনে প্রচার ও ইন্টারনেট/ওয়েব বেইজড প্রচারণা এবং জীববৈচিত্র্য, বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্যচিত্র তৈরি, সর্বোপরি জনসাধারণের মাঝে প্রচারে বিশেষ অবদান; ইতোপূর্বে এই বিষয়ে প্রাপ্ত অন্যান্য পুরস্কার/সম্মাননা ইত্যাদি। শুধু বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে অবদানসমূহ বিবেচিত হইবে।

উপরোক্ত প্রতিটি ক্যাটাগরীর জন্য পুরস্কার বা পদক প্রাপ্তির যোগ্যতা বিধি ৭ এ উল্লেখিত স্কের এবং বিধিমালায় সংযুক্ত ফরম-গ, ফরম-ঘ ও ফরম-ঙ অনুযায়ী মূল্যায়ন করা হইবে।

৪। মনোনয়ন প্রস্তাব আহবান।-

- (১) এই বিধিমালার অধীন বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে অবদানের ক্ষেত্রে পদক বা পুরস্কার প্রদানের নিমিত্তে প্রধান ওয়ার্ডেনের পক্ষে অতিরিক্ত প্রধান ওয়ার্ডেন, বন অধিদপ্তর, ঢাকা, প্রতি বছর জানুয়ারী মাসের মধ্যে বাংলাদেশের কোন নাগরিক বা প্রতিষ্ঠানের নিকট বহুল প্রচারিত কমপক্ষে ২(দুই)টি জাতীয় দৈনিক পত্রিকা ও বন অধিদপ্তরের নিজস্ব ওয়েবসাইটে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে আবেদন/মনোনয়ন প্রস্তাব আহবান করিবে। এছাড়া বন অধিদপ্তরের সকল ইউনিট ও সকল জেলা প্রশাসকের দপ্তরে বিজ্ঞপ্তির কপি প্রেরণ করিবে।
- (২) উপ-বিধি (১) অনুসারে প্রস্তাব আহবানের পর অত্র বিধিমালায় সংযুক্ত ফরম “ক” অনুযায়ী ৩ কপি আবেদন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত আবেদন/মনোনয়ন জমাদানের সর্বশেষ তারিখের মধ্যে অতিরিক্ত প্রধান ওয়ার্ডেন, বন অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা বরাবর দাখিল করিতে হইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

আবেদনপত্র মূল্যায়ন ও চূড়ান্তকরণ

৫। সার্চ কমিটি।-

- (১) মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত সার্চ কমিটি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রাপ্ত আবেদনপত্র ব্যতীত “বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে বঙ্গবন্ধু জাতীয় পুরস্কার” পাওয়ার যোগ্য উপযুক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নাম প্রস্তাব করিতে পারিবে এবং অত্র বিধিমালায় সংযুক্ত ফরম “খ” অনুসারে উপযুক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের তথ্য প্রদান করিতে হইবে।
- (২) সার্চ কমিটির সভা আবেদনপত্র জমা দেওয়ার চূড়ান্ত সময়ের পরবর্তী ১৫ কর্মদিবসের মধ্যে অনুষ্ঠিত হইবে।

৬। বাছাই কমিটি।-

- (১) মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত বাছাই কমিটি প্রাপ্ত সকল আবেদনপত্র ও সার্চ কমিটি থেকে প্রাপ্ত নতুন মনোনয়ন প্রস্তাবগুলো পর্যালোচনা করে একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রণয়ন করিবে এবং অত্র বিধিমালার বিধি ৪ এ উল্লিখিত নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বাছাইয়ের স্ব-পক্ষে কারণ লিপিবদ্ধ করে প্রতিবেদন প্রস্তুত করিবে;
- (২) কমিটি তিন ক্যাটাগরীর প্রতিটির জন্য সর্বোচ্চ তিনটি করে আবেদন চূড়ান্ত করে বন্যপ্রাণী উপদেষ্টা বোর্ডে উপস্থাপনের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করিবে;
- (৩) বাছাইয়ের ক্ষেত্রে কমিটি প্রয়োজনে মাঠ পর্যায়ে অনুসন্ধান ও সাক্ষাৎকার গ্রহণ করিতে পারিবে।

৭। আবেদনপত্র মূল্যায়ন ও স্কোর নির্ধারণ।-

এই বিধিমালার ফরম-গ, ফরম-ঘ ও ফরম-ঙ তে উল্লেখিত মূল্যায়ন ছক অনুযায়ী আবেদনকারীর আবেদন বাছাই কমিটি কর্তৃক মূল্যায়িত হইবে। প্রতিটি ক্যাটাগরীর আবেদনপত্র সর্বমোট ১০০ নম্বরের মধ্যে মূল্যায়ন করা হইবে। প্রাপ্ত নম্বর ৫০ এর নিচে হইলে আবেদনকারীর আবেদন মনোনয়নযোগ্য বলিয়া বিবেচ্য হইবে না।

৮। মন্ত্রণালয় পর্যায়ে চূড়ান্ত মনোনয়ন।-

বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২ (২০১২ সালের ৩০ নং আইন) এর ধারা ৩ ক্ষমতাবলে মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত বন্যপ্রাণী উপদেষ্টা বোর্ড বাছাই কমিটি হইতে প্রাপ্ত মনোনয়ন চূড়ান্ত করিবে।

তৃতীয় অধ্যায়

পুরস্কার ও অন্যান্য

৯। পুরস্কারের সংখ্যা ও অর্থমূল্য।-

- (১) বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের ক্ষেত্রে প্রতিটি ক্যাটাগরীতে ১ টি করে মোট ৩ টি পুরস্কার প্রদান করা হইবে;
- (২) পুরস্কার হিসেবে পদক (২২ ক্যারেট মানের ২ ভরি ওজনের স্বর্ণপদক বা সমতুল্য অর্থ), সম্মাননাপত্র (সার্টিফিকেট) এবং নগদ অর্থ প্রদান করা হইবে। ব্যক্তিগত অবদানের ক্ষেত্রে স্বর্ণপদক বা সমতুল্য অর্থ, সম্মাননাপত্র এবং নগদ ১ (এক) লক্ষ টাকা প্রদান করা হইবে; প্রতিষ্ঠানের অবদানের ক্ষেত্রে স্বর্ণপদক বা সমতুল্য অর্থ, সম্মাননাপত্র (সার্টিফিকেট) এবং নগদ ২ (দুই) লক্ষ টাকা প্রদান করা হইবে। সরকারি, আধা-সরকারি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে শুধু পদক বা সমতুল্য অর্থ ও সম্মাননাপত্র প্রদান করা হইবে। সরকার উক্ত পুরস্কারের অর্থের হ্রাস-বৃদ্ধি (জাতীয় পদকের অধিক নহে/ বৃক্ষরোপণে প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় পুরস্কার এর সমতুল্য হতে হবে) করিতে পারিবে।

১০। অন্যান্য সাধারণ বিধানাবলী।-

- (১) এই বিধিমালার অধীন কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ একবার পুরস্কার বা পদক প্রাপ্ত হইলে উক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান পরবর্তী ০৩ (তিন) বছরের মধ্যে পুনরায় আবেদন করিতে পারিবেন না। বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে ইতোপূর্বে পুরস্কার প্রাপ্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান অনুরূপ অবদান/গবেষণা নিয়ে পুনরায় কোনো আবেদন করিতে পারিবেন না।
- (২) এই বিধিমালার অধীন কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান পুরস্কার বা পদক পাইবার যোগ্য হিসেবে চূড়ান্তরূপে মনোনীত হইলে পুরস্কার বা পদক বিতরণী অনুষ্ঠানে উক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি পুরস্কার বা পদক গ্রহণ করিতে পারিবে। তবে উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত হইয়া পুরস্কার বা পদক গ্রহণ করিতে না পারিলে পরবর্তীতে যে কোন সময় মন্ত্রণালয় হইতে সংগ্রহ করা যাইবে;
- (৩) এই বিধিমালার অধীন পুরস্কার বা পদক প্রদান সংক্রান্ত সকল বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে;
- (৪) বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে অবদানের ক্ষেত্রে মানসম্পন্ন কোন আবেদন/মনোনয়ন প্রস্তাব পাওয়া না গেলে পুরস্কার বা পদক প্রদান উক্ত বছরে উক্ত ক্যাটাগরী বা সকল ক্যাটাগরীর ক্ষেত্রে প্রদান করা হইবে না;
- (৫) এই বিধিমালার অধীন পুরস্কার বা পদক প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে যে কোন প্রচার ও তদবির উহা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে অযোগ্যতা হিসেবে বিবেচিত হইবে;
- (৬) এই পুরস্কার প্রাপ্তির ক্ষেত্রে শুধু বাংলাদেশের নাগরিকগণকে বিবেচনা করা হইবে।
- (৭) আবেদনকারী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে অবশ্যই বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২ সহ প্রচলিত আইনসমূহ মানিয়া কাজ করিতে হইবে।

ফরম -ক
বিধি ৪(২) [দ্রষ্টব্য]

ছবি

১। আবেদনকারীর তথ্য :

ব্যক্তির ক্ষেত্রে	প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে
আবেদনকারীর নাম (বাংলায়) :	আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের নাম (বাংলায়) :
(ইংরেজীতে) :	(ইংরেজীতে) :
পিতা/স্বামীর নাম (বাংলায়) :	প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা/ সভাপতি/ উপদেষ্টা এর নাম (বাংলায়) :
(ইংরেজীতে) :	(ইংরেজীতে) :
মাতার নাম (বাংলায়) :	বর্তমান ঠিকানা :
(ইংরেজীতে) :	
জন্ম তারিখ :	স্থায়ী ঠিকানা :
জন্ম নিবন্ধন নম্বর :	
বর্তমান ঠিকানা :	
স্থায়ী ঠিকানা :	প্রতিষ্ঠানের রেজিস্ট্রেশন নম্বর (যদি থাকে) :
পেশা :	
জাতীয়তা :	
জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর :	

২। পূর্ণাঙ্গ জীবনবৃত্তান্ত ও তিন কপি পাসপোর্ট সাইজের রঙিন ছবি সংযুক্ত করিতে হইবে;

৩। মনোনয়ন প্রস্তাবকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে অবদান স্বপক্ষে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র, কর্মকাণ্ডের চিত্র বা ভিডিও, প্রকাশনা, গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেদন, পুরস্কার (সার্টিফিকেটের ফটোকপি) বা কোন জাতীয়/ আন্তর্জাতিক সংস্থা কর্তৃক পুরস্কৃত হইয়া থাকিলে অনূর্ধ্ব ৫০০ শব্দের মধ্যে তার বিবরণ, ইত্যাদি সংযুক্ত করিতে হইবে;

৪। অনধিক ১০০০ শব্দের মধ্যে মনোনয়নের স্বপক্ষে একটি বিবরণ প্রদান করিতে হইবে।

আবেদনকারীর স্বাক্ষর

তারিখ:

ফরম -খ
বিধি ৫(১) [দ্রষ্টব্য]

১। সার্চ কমিটি কর্তৃক নতুন প্রস্তাবিত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের প্রাথমিক তথ্যঃ

ক্রমিক নং	প্রস্তাবিত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নাম	প্রস্তাবিত ক্যাটাগরী	যোগাযোগের ঠিকানা ও ফোন নম্বর	বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে উল্লেখযোগ্য অবদান	মন্তব্য
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬

সমর্থনকারীর নাম ও স্বাক্ষর

প্রস্তাবকারীর নাম ও স্বাক্ষর

ফরম-ঘ

বিধি ৭ [দ্রষ্টব্য]

মূল্যায়ন ছক

ক্যাটাগরী (খ)। বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য বিষয়ক শিক্ষা ও গবেষণায় নিবেদিত ব্যক্তি

ক্রঃ নং	ব্যক্তির নাম ও ঠিকানা	প্রজাতি ভিত্তিক তথ্য	কার্যপরিধি	অর্থের উৎস	কাজে অংশগ্রহণের ধরণ	বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ বিষয়ক শিক্ষা ও গবেষণা কাজে নিয়োজিত সময়কাল	প্রকাশনার সংখ্যা (গবেষণা নিবন্ধ/ বৈজ্ঞানিক রিপোর্ট) এবং পুরস্কার/ সম্মাননা	বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য বিষয়ক শিক্ষা ও গবেষণায় অবদান	বিরল ও বিলুপ্তপ্রায় প্রজাতি সংরক্ষণে উদ্যোগ	ব্যক্তির অধীনে সম্পন্নকৃত গবেষণা নিবন্ধের সংখ্যা (এম ফিল/ পিএইচডি)	মোট প্রাপ্ত নম্বর	বাছাই কমিটির সুপারিশ/ মন্তব্য
			(আঞ্চলিক/ জাতীয়/ আন্তর্জাতিক পর্যায়)	(প্রকল্পভিত্তিক/ প্রাতিষ্ঠানিক/ ব্যক্তিগত/ সবগুলো)	(পেশাগত/ স্ব-উদ্যোগ/ দুটোই)	নম্বর-১০	নম্বর-০৫	নম্বর-০৫	নম্বর-১৫	নম্বর-১৫	নম্বর-২০	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩

ফরম-৬

বিধি ৭ [দ্রষ্টব্য]

মূল্যায়ন ছক

ক্যাটাগরী (গ)। বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে নিবেদিত প্রতিষ্ঠান

ক্রঃ নং	প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	কার্যপরিধি (স্থানীয়/ আঞ্চলিক/ জাতীয় পর্যায়)	অর্থের উৎস (প্রকল্পভিত্তিক / প্রাতিষ্ঠানিক/ ব্যক্তিগত/ সবগুলো)	কাজে অংশগ্রহণের ধরণ (পেশাগত/ স্ব-উদ্যোগ/ দুটোই)	বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ কাজে নিয়োজিত সময়কাল	স্থানীয় বা জাতীয় প্রচার মাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদ/ নিবন্ধ সংখ্যা এবং পুরস্কার	বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে অবদান (সাধারণ/ মধ্যম/ ব্যাপক)	বন্যপ্রাণী সংক্রান্ত অপরাধ দমনে ভূমিকা (সাধারণ/ মধ্যম/ ব্যাপক)	মানুষ ও বন্যপ্রাণী দ্বন্দ্ব নিরসনে ভূমিকা (আছে /নেই)	আবাসস্থল সংরক্ষণে ভূমিকা (সাধারণ/ মধ্যম/ ব্যাপক)	জনসচেতনতা সৃষ্টিতে অবদান (সাধারণ/ মধ্যম/ ব্যাপক)	মোট প্রাপ্ত নম্বর	বাছাই কমিটির সুপারিশ / মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪